যুগান্তর

তারিখ 1 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ঢাবিতে ভিসিপন্থী ও বিরোধী শিক্ষকরা প্রকাশ্য অবস্থানে

সিন্ডিকেট ও ভিসি প্যানেল নির্বাচন নিয়ে বিতণ্ডা

যুগান্তর রিপোর্ট

সিন্ডিকেট নির্বাচন ইস্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঘলকি কাণ্ড ঘটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধির পদ রয়েছে মোট ৬টি। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৫টি পদে নির্বাচন দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে খোদ আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'নীলদল' দারুণ ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের একাংশও। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, সাদা দলের একাংশের সঙ্গে 'আপস' ও 'এলাকাপ্রীতি'র কারণেই ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সিন্ডিকেটে তিন পদে নির্বাচন দেননি। এ ঘটনাকে তারা নজিরবিহীন বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এ সিন্ডিকেট ও ভিসি প্যানেল নির্বাচন ইস্যুতে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'নীলদল' দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। রোববার ফোরামের বৈঠকে এ নিয়ে ভিসিপন্থী ও ভিসিবিরোধী শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা, হৈচৈ ও হট্টগোল হয়। সভা সূত্র জানায়, বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বিভিন্ন এজেন্ডায় ফোরামটির বৈঠক ডাকা হয় কলাভবন শিক্ষক লাউঞ্জে। ম্যারাথন এই বৈঠকটি স্থায়ী হয় প্রায় ৫ ঘণ্টা। সভায় ভিসিবিরোধী শিক্ষকরা দাবি করেন, তিন পদের বর্তমান সদস্য অধ্যাপক সদরুল আমিনের বাড়ি নরসিংদী। ভিসির বাড়িও একই জেলায় হওয়ায় তারা পরস্পর সহযোগীর ভূমিকায় থাকার কারণে ওই পদে নির্বাচন দেয়া হয়নি। ৬টি পদের মধ্যে যে কোন একটি বাদ দিয়ে এভাবে ১৬ মে নির্বাচন আহ্বানের ঘটনা নজিরবিহীন। আর যেহেতু সিন্ডিকেটে তিন প্রতিনিধি পদ রয়েছে এবং তিনজনের মেয়াদ বহু আগেই শেষ হয়েছে, তাই নৈতিকতা, ভদ্রতা আর রেওয়াজ হল আগে তিন নির্বাচন অনুষ্ঠান। তারা বলেন, যেহেতু সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধির মেয়াদ শেষ হওয়ার বহু আগেই তিনজনের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাই তিন নির্বাচন না দিয়ে হঠকারিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি। সাময়িক সময়ের জন্য (অনির্বাচিতভাবে) নিয়োগ পেয়ে বর্তমান ভিসি নির্বাচিত ভিসির মতোই প্রায় পূর্ণকালীন সময় দায়িত্ব পালনের সমালোচনা করেন। এ সময় তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজের স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক ও অর্জন। এ অধ্যাদেশের স্পিরিট রক্ষায় বর্তমান ভিসি শিক্ষক সমিতির সভাপতি থাকাকালেও আন্দোলন করেছেন। সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনে অধ্যাদেশ সুরক্ষায় অঙ্গীকার করেছেন। অথচ তিনি নিজেই এ অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করছেন। এ সময়ে তারা ভিসির জনপ্রিয়তায় ধস ও এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নির্বাচন না দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, যে কোন মূল্য এ অধ্যাদেশ সুরক্ষিত রাখতে অবিলম্বে ভিসি প্যানেল নির্বাচন দিতে হবে। এ সময় সিন্ডিকেটে নীলদলের শিক্ষকদের ১৮ জন প্রতিনিধি ও রেজিস্ট্রার গ্রাজুয়েট প্রতিনিধিদের ৪০ জনের মধ্যে ৩০ জনের যে কাদের মধ্যে ভিসি প্যানেল দাবি করে ভিসিকে পত্র দেয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। বলা হয়, জুনে এসব সদস্যের মেয়াদ শেষ। যদি নির্বাচন না দেয়া হয়, তাহলে একদিকে সদস্যরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না। অন্যদিকে বর্তমানে সিনেটে নীলদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এ অবস্থায় এখনই উত্তম সময় ভিসি প্যানেল নির্বাচনের। এসব বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অহিদুজ্জামান চান, অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, নীলদলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মিনাত হুদা, অহিদ, অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী, মশিউর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।